বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক আয়োজিত **"প্রতিযোগিতায় প্রবৃদ্ধিঃ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা"** শীর্ষক এক সেমিনার গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ আব্দুর রউফ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি-কে প্রধান অতিথি করে আয়োজিত এ সেমিনার আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে ইআরএফ।

ইআরএফ এর সাধারণ সম্পাদক জনাব এস এম রশিদুল ইসলাম সেমিনারটি সঞ্চালন করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ আব্দুর রউফ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম। আরও বক্তব্য রাখেন ডাব্লিউটিও সেলের সাবেক মহাপরিচালক জনাব মুনির চৌধুরী, এফবিসিসিআই এর পরামর্শক জনাব মোঃ মঞ্জুর আহমেদ। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এবং কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে উপস্থাপনা করেন কমিশনের পরিচালক জনাব মোঃ খালেদ আবু নাছের এবং পরিচালক জনাব আমীর আব্দুল্লাহ মুঃ মঞ্জুরুল করিম। সেমিনারে মুখ্য আলোচক ছিলেন ড. আব্দুর রাজ্জাক, শ্রম ও উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ।

সেমিনারে বক্তারা বলেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান ও বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকার প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ প্রণয়ন করেছে। বর্তমানে পৃথিবীতে ১৩০টির বেশি দেশে প্রতিযোগিতা আইন কার্যকর রয়েছে। প্রতিযোগিতা আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২ থেকে ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। বাজারে পণ্যের দাম অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এর ফলে অন্যদের সাথে দরিদ্র মানুষের প্রকৃত আয় বেড়ে যাবে। এভাবে দেশের কোটি মানুষকে দারিদ্রসীমা থেকে বের করে আনা সম্ভব হবে। এছাড়াও রূপকল্প ২০২১ এবং রূপকল্প ২০৪১ অর্জনে অধিক পরিমাণ বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) প্রয়োজন হবে। ২০২৪ সালে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার পর বাংলাদেশ সম্পর্কে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ আরও বাড়বে। সেক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা (Competition regime) সুশৃঙ্খল ও নির্ভরযোগ্য দেখতে চাইবে। সে লক্ষ্যে, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। বাংলাদেশের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার বিপুল সংখ্যক সদস্য সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।